টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৮-শে ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৫ ইং 12th Mar. 1969 | ৪১শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

॥ আন্দামান অভিযানে ॥

—০—

প্রাচীন ভারতের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়-সিংহ কোন অপরাধে পিতা কর্ত্তৃক নির্বাসিত হইয়া একদিন অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিলেন। সেদিনের উত্তাল তরঙ্গমালায় ভাসিতে ভাসিতে সেই অনিশ্চয় যাত্রা তাঁহাকে দিয়াছিল বিজয়-বৈজয়ন্তীর সন্ধান। লঙ্কাদ্বীপে পৌছিয়া বিজয়সিংহ সেখানকার অনার্য রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আপন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। লঙ্কাদ্বীপের নাম হইল সিংহল। সুদূর অতীতে এক ভারতীয় তরুণের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি আজিকার সিংহল নামের মধ্য দিয়া ঘোষণা করিতেছে আর আমাদেরই ঘরের ছেলের শৌর্য-মহিমা প্রচার করিতেছে।

অবশ্য বিজয়সিংহের অভিযানে একটা রাজকীয় গন্ধ ছিল। জাহাজে তাঁহার সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে অনুচর ও সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র। সুতরাং তাঁহার যাত্রা এক দুঃসাহসিক অভিযান হইলেও রাজঐশ্বর্যে ও জাঁকজমকে কিছুটা উদ্‌ভাসিত ছিল। পথের বাধাবিঘ্ন, সমুদ্রের প্রতিকূলতা তাঁহার মনকে বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। অদম্য সাহস বুকে লইয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে প্রয়াসী হইলেন সেদিনের বীর বিজয়সিংহ।

কিন্তু কলিকাতার এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের উদ্যোগে দুই ভারতীয় তরুণ লেঃ এলবার্ট জর্জ ডিউক ও পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের আন্দামান অভিযান যতই রোমাঞ্চকর, ততই মধুর। তাঁহাদের সম্বল ছিল 'কনৌজী আংরে'—যন্ত্র ও পালবিহীন শুধু হাল ও দাঁড়ের একখানি ছোট নৌকা। সম্পূর্ণ হাতের উপর নির্ভর করিয়া দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দেওয়া একটা পাগলের খেয়াল মনে হওয়া স্বাভাবিক। পুরাপুরি আদিম ব্যবস্থায় অভিযাত্রীদ্বয় গত ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে রওনা হইলেন। বুকে ছিল অনন্ত আশা ও অসীম সাহস। দুর্জয় সঙ্কল্পে দীপ্ত এই দুই তরুণকে বিদায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছায় অভিষিক্ত করা হইল। শুভাকাঙ্ক্ষী যাঁহারা—তাঁহাদের মনেও সেইদিন হইতে এক নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ দানা বাঁধিয়াছিল। উত্তাল সমুদ্র, বিশ্বাসঘাতী ঝড়ঝঞ্ঝা ও সমুদ্রস্রোতকে অতি ক্ষুদ্র কনৌজী আংরে উপেক্ষা করিবে কি করিয়া? সীমাহীন জলধির বুকে নিরাপত্তা ও সাহায্য—কোনটিরই ব্যবস্থা তাহাদের জন্য ছিল না। ছিল না কোন পথপ্রদর্শনের আয়োজন। সুতরাং এই সমুদ্রযাত্রা নির্বাসিত রাজপুত্রের অভিযানের সহিত অনেকাংশে পৃথক। প্রথম প্রথম তরুণ অভিযাত্রীরা ভালই চলিলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়িতে লাগিল যখন তাঁহাদের বেতারসঙ্কেত পাওয়া গেল না। অবস্থা এমনও হয় যে, অনুসন্ধানীর দল তাঁহাদের খোঁজ পাইতেছিল না। নৌকাডুবি, হিংস্র সামুদ্রিক জীবের আক্রমণ প্রভৃতির কত আশঙ্কা করা গিয়াছিল। অবশেষে কনৌজী আংরের সন্ধান মিলিল। সমুদ্রস্রোতের এক প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া তাঁহারা ভুলপথে চলিয়াছিলেন। ঈশ্বরের করুণায় বিপদ কাটিয়া গেল। তেত্রিশ দিন নিরলস পরিশ্রমের পর গত ৫ই মার্চ সন্ধ্যায় ডিউক-পিনাকী আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রথম ভূখণ্ড ল্যাণ্ড ফলে ভারতীয় পতাকা উড্ডীন করিলেন। ইহার পর পোর্ট ব্লেয়ারে জয়মাল্য লাভ করিলেন।

মানুষের দুঃসাহসের কথা যুগে যুগে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তুহিন মেরু, প্রতপ্ত মরু, দুর্গম অরণ্য, দুরারোহ পর্বত, দুস্তর জলধি, নিঃসীম মহাশূন্য—সর্বত্রই সে গিয়াছে ও যাইতেছে। অজানাকে জানিবার জন্য মৃত্যুর বিভীষিকা তাহার সন্ধানী মনকে দমাইতে পারে নাই। 'আগে চল ভাই' মন্ত্রের সার্থক দীক্ষায় সে দীক্ষিত। সেখানে আত্মীয়-পরিজনের নিষেধ-অশ্রু তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। তাই নানা অভিযাত্রীর অশেষ ক্লেশসহনের ও মৃত্যুপণের মূল্যে গড়া আজিকার সভ্যতা। 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—বাণীর প্রেরণা যাহার বুকে, সে বার বার রোমাঞ্চকর অভিযাত্রায় সভ্যতার ইতিহাসকে সংপৃক্ত করিবে। মৃত্যুর পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করিয়া অমৃত সন্ধানের দুশ্চর তপস্যায় সে পরম পূত। ডিউক-পিনাকী এই দলেরই পথিক।

যুবমন আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। কত জটিল আবর্তে দিশাহারা হইয়া নানা গ্লানির চক্রান্তে সে অস্থির। উৎসাহ, আশা ও উদ্দীপনা সুপরিচালনার অভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া এক বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। তথাপি বাংলা তথা ভারতের তরুণদের কাছে ডিউক-পিনাকীর অভিযান উজ্জ্বল বর্তিকার কাজ করিতেছে। ক্ষয়িষ্ণু চিত্তে আবার আশার বাণী জাগিল।

ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ে অর্থদণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় নিম্নে মুদ্রিত ব্যবসায়ী-গণকে অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভেজাল দুগ্ধের জন্য :—

শ্রীসেন্টুলাল ঘোষ—দশ টাকা, সর্ব্বশ্রী তেনু ঘোষ, রবি ঘোষ, গোপাল ঘোষ, গণপতি ঘোষ প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা হিসাবে, শ্রীরাজেন ঘোষ—কুড়ি টাকা।

ভেজাল নারিকেল তৈলের জন্য :—

শ্রীবৃন্দাবনবিহারী দত্ত—পঞ্চাশ টাকা

ভেজাল সরিষার তৈলের জন্য :—

শ্রীঅমরনাথ সাহা—দুই শত টাকা

শ্রীসাধুচরণ সিংহ—চারি শত টাকা

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅনুত্তম

পণ্ডিত-প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ

দরদী দাদাঠাকুর

—অবনীকুমার রায়

(দাদাঠাকুরকে আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু তাঁর জীবনের কতগুলো স্মরণযোগ্য ছোট ছোট ঘটনা হয় তো আপনাদের অনেকেরই জানা নেই। তারই কয়েকটি তুলে ধরবার চেষ্টা ক'রেছি আপনাদের সামনে আমার এই 'দরদী দাদাঠাকুর' নিবন্ধে। লেখক)

(১)

অনেকদিন আগেকার কথা ব'ল্‌ছি। সব কথা মনে নেই। তবু দাদাঠাকুরের নাম স্মরণ ক'রে যেটুকু জেনেছি তাই নিবেদন করছি আপনাদের কাছে।

বর্তমান জঙ্গিপুরবাসীর অনেকেই জঙ্গিপুরের প্রখ্যাত পণ্ডিত ন্যাংটেশ্বর চূড়ামণির কথা জানেন না, আর যাঁরা জানেন তাঁরাও তাঁকে ভুল্‌তে বসেছেন।

এই পণ্ডিত চূড়ামণি ছিলেন জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত এবং দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ছিলেন তাঁর অতি প্রিয় ছাত্র।

যখনকার কথা লিখ্‌ছি তখন চূড়ামণি মশাই বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন। আয়ের কোন সংস্থান নেই। জমিজমা যা আছে তার থেকে কোন রকমে সংসার চলে। কিন্তু তাঁর বহুদিনের অভ্যেস্ আফিম আর দুধ খাওয়া। আয় না থাক্‌লেও এ অভ্যেস্ তিনি কিছুতেই ছাড়্‌তে পারেন নি। আর পারা সম্ভবও ছিল না।

তিনি ছিলেন স্থানীয় সকলেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। তাই স্কুল-কর্তৃপক্ষ স্কুল থেকে তাঁর জন্যে মাসিক দশ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করেন (তখন তো বৃদ্ধ বয়সের জন্য মাষ্টার মশাইদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা ঐ জাতীয় কোন ব্যবস্থা ছিল না)। কিন্তু কোন কারণে সেটা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় তিনি বড় অসুবিধায় পড়েন। তাই, ওটা যাতে পাওয়া যায় এই উদ্দেশে স্কুল কমিটির সভ্যগণের সন্তোষের জন্য সংস্কৃত ভাষায় এক স্তুতিবচন রচনা ক'রে, নিয়ে এলেন শরৎ পণ্ডিত মশাই এর কাছে, ওটা 'জঙ্গিপুর সংবাদে' ছেপে দেবার জন্য। শরৎ পণ্ডিত মশাই ওঁর বড় প্রিয় ছাত্র। ওটা অবশ্যই 'জঙ্গিপুর সংবাদে' ছাপা হবে এটা আশা করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু হা হতোঽস্মি! শরৎ পণ্ডিত মশাই ওটা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেন।

"আ হা হা হা, করিস্ কি, করিস্ কি, শরৎ। ওটা ছাপবি না?"

"না। যাঁরা ওটা বন্ধ ক'রেছেন, তাঁদের চিনে রাখুন। ওঁদের খোসামোদ ক'রতে হবে না।" দৃঢ় স্বরে উত্তর দিলেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত।

"তবে আমার আফিম আর দুধের খরচ দেবে কে, ব্যাটা বদমাস।" চূড়ামণি মশাই পণ্ডিত মশাইকে অভিশাপ করিতে উদ্যত।

"আহা, করেন কি, করেন কি। গুরুর অভিশাপ! থামুন, থামুন। আপনার টাকা পেলেই তো হ'লো।" টাকা না পেলে অভিসম্পাত করবেন—ওটা ত আপনার কাছেই আছে।

"তুই দিবি?"

সশ্রদ্ধভাবে ও সবিনয়ে শরৎ পণ্ডিত মশাই ব'ল্লেন, "আজ্ঞে, তাই দেবো।"

এর পর থেকে চূড়ামণি মশাই এর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁর প্রিয় ছাত্র শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তাঁকে প্রতি মাসে দশ টাকা ক'রে নিয়মিতভাবে গুরু দক্ষিণা দিয়ে এসেছেন।

এ রকম ছাত্র আজকাল কটা দেখা যায়।

কিন্তু—

চূড়ামণি মশাই এর শ্রাদ্ধের সময় তাঁর ছেলে পণ্ডিত মশাই এর কাছে এই সাহায্যের টাকা চাইতে এলে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ব'লেছিলেন, "যাঁকে শ্রদ্ধা ক'রতাম তাঁকে অর্ঘ্য দিয়েছি। তাঁর শ্রাদ্ধে দেবার মত আমার কিছুই নেই।"

অরঙ্গাবাদ-বার্তা

সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমার ব্যবসা-কেন্দ্র অরঙ্গাবাদ হ'তে "অরঙ্গাবাদ-বার্তা" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত পত্রিকার প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয়েছে। শ্রীবিশ্বনাথ রায় ও নুরুল ইস্‌লাম মোল্লা ইহার যুগ্ম-সম্পাদক। প্রতি সংখ্যার মূল্য দশ পয়সা। আমরা নবীন সহযোগীকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে উহার স্থায়িত্ব কামনা করছি।

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

বহরমপুর

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের অধীন গুজারঘাটগুলি ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের জন্য নগদ জমায় আগামী ২৪শে মার্চ, ১৯৬৯ মোতাবেক বাংলা ১০ই চৈত্র, ১৩৭৫ সাল সোমবার বেলা ১২টার সময় জিলা পরিষদ অফিসে নিলামডাকে বন্দোবস্ত করা হইবে। নিলাম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ জিলা পরিষদ অফিসে ঘাটের বিধি ও অন্যান্য নিয়মাবলী জানিতে পারিবেন।

স্বাঃ/- আবদুস সাত্তার,
চেয়ারম্যান,
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ।

জঙ্গিপুর মহকুমার কানাইঘাট গ্রামে ২টি অগভীর নলকূপ

গত ৬ই মার্চ্চ ১নং সুতী ব্লকের কানাইঘাট গ্রামে ২টি অগভীর নলকূপ সংস্থাপিত হয়েছে। নলকূপ ২টী আনুষ্ঠানিকভাবে জল উত্তোলন করেন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীদাশগুপ্ত বলেন যে "চাষাবাদের প্রতি কৃষকদের অত্যুগ্র উৎসাহই দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে যাবে।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রচুর সংখ্যক চাষী উপস্থিত ছিলেন। এই দুটি অগভীর নলকূপ নিয়ে মোট ১০৪টি অগভীর নলকূপ রূপায়িত হলো। এই জেলার অন্য কোন মহকুমায় এত বেশী অগভীর নলকূপ স্থাপিত হয় নাই।

—জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য দপ্তর

অগ্নিদগ্ধ

সহযোগী "অরঙ্গাবাদ-বার্তা"য় প্রকাশ—বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাজিতপুর নিবাসী ফরজান সেখের বার বৎসর বয়স্কা কন্যা বিড়ি বাঁধবার সময় প্রদীপের আগুনে দগ্ধ হয়। সঙ্কটজনক অবস্থায় তাকে সজিনীপাড়া মিশন হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

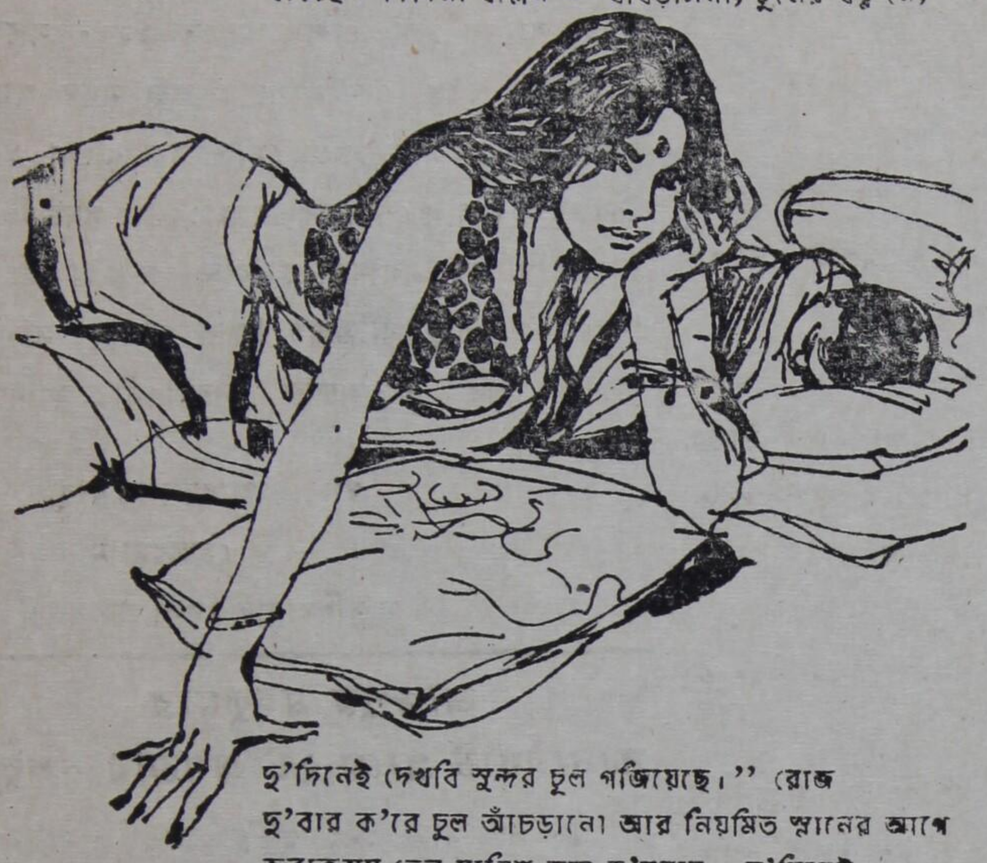

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA./.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনা সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়
আর্ট ইউনিয়ন
সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:
সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেণ্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্বপ্রকার চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০·০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২·০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮·০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ